দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

জবিতে ছাত্রাবাস উদ্ধার দাবীতে আল্টিমেটাম

শিক্ষার্থীদের দিনভর বিক্ষোভ মিছিল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল হল উদ্ধারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আগামী দুই দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে তারা।

প্রত্যদর্শী সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বিভাগ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কলা অনুষদের সামনে জড়ো হয়। পরে সেখান থেকে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এক পর্যায়ে ভিসি ড. আবু হোসেন সিদ্দিক আসলে তাকে ঘিরে ধরে তারা। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে তার কার্যালয়ে চলে যান। এরপর শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ড. কাজী আসাদুজ্জামান এসে তাদের হল উদ্ধারের প্রক্রিয়া জানান। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা সাময়িক বিক্ষোভ শেষ করে এক সমাবেশ করে। এতে আগামী দুই দিনের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেয় তারা। শিক্ষার্থীরা সমাবেশ থেকে আবারো জানিয়েছে, কোন প্রকার আশ্বাস নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা আমরা চাই, অন্যথায় দুই দিনের মধ্যে গঠিত সাত সদস্যর কমিটির অগ্রগতি জানাতে হবে। জানা গেছে, হল উদ্ধারের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রায়ই আন্দোলন করতে দেখা যায়। কিন্তু গঠিত কমিটি এ ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এখনও নিতে পারেনি। এমনকি সুপারিশও করেনি। কলা অনুষদের ডিন ড. কাজী আখতারুজ্জামানকে আহবায়ক করে একটি কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তিনি সংশ্লিষ্ট অনুষদের ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকায় তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের ব্যাপারেও মনোয়নের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ তোলে শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে জাতীয় পত্রিকায় ডিন ও ভিসির বক্তব্য পরস্পরবিরোধী মন্তব্য প্রকাশিত হলেও প্রশাসন এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি স্পর্শকাতর হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র সুপ্রিমকোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলায় হাইকোর্ট ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপের ব্যাপারকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। তবুও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক ভর্তি নির্দেশিকা জুড়ে দিয়ে বিপাকে ফেলেছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের। কখন যে ভর্তি নির্দেশিকা থেকে তা স্থগিত করবে তা জানে না প্রশাসনের কেউ, তাই প্রতিনিয়ত ভোগান্তি লেগেই আছে ভর্তিচ্ছু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের।

এদিকে হল উদ্ধারের আন্দোলন সম্পর্কে কমিটি বক্তব্য সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনের কাছে অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক জানিয়েছে, তিনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন। এমনকি তার রুমে প্রবেশেরও বিধিনিষেধ উল্লেখ করা আছে। এসব ব্যাপার নিয়ে আলাপ করা হলে তিনি ইনকিলাবকে জানান, ব্যাপারটি জটিল, তবুও আমরা প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। এই বিষয়টি নিয়ে কমিটির বৈঠক রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. আবু হোসেন ছিদ্দিক জানান, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলে আমার জানা আছে। তবে র্তমানে সাত সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে, তারা এ বিষয়ে এখনও পারিশ করেননি। আশাকরি, দু'একদিনের মধ্যে বৈঠক করে আমরা ালোচনা করব।